দৈনিক সংবাদ

05

তারিখ ... 3.2.86 ...
পৃষ্ঠা ... 1 কলাম 6 ...

১৪৪ ধারা ভঙ্গ ॥ মৌন মিছিল ॥ দু'জন আহত ছাত্রের অবস্থা আশংকাজনক

পাবনা শহরে পুনরায় সান্ধ্য আইন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল রোববার সন্ধ্যা ৭টা থেকে আজ সোমবার ভোর ৬টা পর্যন্ত পাবনা শহরে পুনরায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। গতকাল সকাল ৭টায় ১২ ঘণ্টা কারফিউর মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে জেলা প্রশাসন শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে যে, গতকাল বেলা ১২টার দিকে প্রায় ৪/৫ শ' ছাত্র-জনতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে একটি মিছিল বের করলে শহরের আবদুল হামিদ রোডের সামনে পুলিশ মৃদু লাঠিচার্জ করে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এ ঘটনার আধঘণ্টা পর কয়েকশ' ছাত্র-জনতা পুনরায় আবদুল হামিদ রোডের সামনে জড়ো হয় এবং একটি মৌন মিছিল বের করে। পুলিশ মিছিলটি বাধা দেয়নি। পরে মিছিলটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে। স্মারকলিপি গত শনিবার ছাত্র-বাস শ্রমি সংঘর্ষের ঘটনার জন্য দায়ী ব্যা দের শাস্তি দাবী করা হয়।'

এরপর ছাত্র-জনতার এক মিছিল 'পাবনা সার্কিট হাউ যায়। সেখানে মিছিলকারী রাজশাহীর ডি, আই, জি'র কা আর একটি স্মারকলিপি পে করে। এই স্মারকলিপিতে পুলি নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করা হ এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ছাত্র ও শিক্ষকদের বেদম প্রহ

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাল জমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিল

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের মর্যাদা রক্ষা, আচার্যের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সম্পর্কচ্ছেদ, জাতীয় ছাত্র পরিষদ, আচার্যের উপদেষ্টা এবং নতুন বাংলা নামধারীদের শিক্ষাঙ্গন থেকে উচ্ছেদ ও শিক্ষাঙ্গন থেকে

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

কাল বিক্ষোভ মিছিল

(১ম পাতার পর)

পুলিশ প্রত্যাহারের দাবীতে সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভের প্রথম দিনে আগামীকাল মঙ্গলবার দেশব্যাপী সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।

আগামীকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণে ছাত্র জমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক বিবৃতিতে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান সন্ত্রাসমূলক পরিস্থিতি গত শনিবার দুপুর থেকে প্রকট আকার ধারণ করেছে। ছাত্র সমাজ যখন সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রাম করছে, ঠিক তখন সরকারী মদদপুষ্ট জাতীয় ছাত্র সমাজের আবরণে নতুন বাংলার ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে!

অন্যদিকে, সূর্যসেন হলের ৫০২ নং কক্ষে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিস্ফোরক নিয়ে অবস্থানকালে হঠাৎ বিস্ফোরণের ফলে মোস্তাফিজ কবির নামে নতুন বাংলার একজন কর্মী মারাত্মকভাবে আহত হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়: বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে, গত শনিবার দুপুরে জহুরুল হক হলে মোহাম্মদ আলী নামক একজন অছাত্রকে কেন্দ্র করে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে। এসমস্ত অছাত্র সমাজ বিরোধীদের সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুলিশকে বারবার জানালেও তারা এযাবৎ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয় যে গতকাল সকালে বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত জাতীয় ছাত্র সমাজের একটি মিছিল কলাভবন প্রাঙ্গণে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে।

বিবৃতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে অবিলম্বে অস্ত্রধারীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে দাবী এবং সেই সাথে অস্ত্রমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষা জীবনে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীসহ শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

১৪৪ ধারা ভঙ্গ

(১ম পাতার পর)

রের ঘটনার সাথে জড়িত পুলিশদের শাস্তি দাবী করা হয়।

জেলা প্রশাসন সূত্রে আরো জানা গেছে যে, গতকাল সন্ধ্যায় এডওয়ার্ড কলেজের একদল বিক্ষুব্ধ ছাত্র কলেজের সামনে একটি ট্রাক ভাংচুর করার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশের হস্তক্ষেপের ফলে ট্রাকটি ভাংচুরের হাত থেকে রক্ষা পায়।

পাবনার জেলা প্রশাসক গতকাল রাতে আমাদের প্রতিনিধিকে জানিয়েছেন যে, পরিস্থিতির এখন অনেক উন্নতি হয়েছে। গত শনিবারের ছাত্র ও বাস শ্রমিকদের সংঘর্ষের ফলে যে ১৪ জন ছাত্র এবং ৫ জন শ্রমিককে গ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের সবাইকে গতকাল জামিনে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

দু'জন ছাত্রের অবস্থা আশংকাজনক

ঈশ্বরদী থেকে আমাদের জেলা বার্তা পরিবেশক জানাচ্ছেন, পাবনায় বাস-শ্রমিক ও ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষে গুরুতর আহত দু'জন ছাত্রের অবস্থা আশংকাজনক। লিটন ও ফেরদৌস নামের এ দু'জন কলেজ ছাত্রকে রাজশাহী হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। এছাড়া পাবনা সরকারী এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ গাজী আবদুস সালাম, অধ্যাপক আবদুল বাতেন ও বয়নুদ্দীন সহ ১৩জন পাবনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

গতকাল উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থান...

করে বিলের পানিতে ফেলে দেয়। আবদুল এখন ফেরার। পুলিশ আবদুলের বাবা কলিমুদ্দিন (৭৫) ও সাফাসিরুনকে গ্রেফতার করেছে।

আড়াই হাজার উপজেলার বাগাইভিটা গ্রামের কৃষক আবদুল মিয়া নবারুন জুট মিলের শ্রমিক ও রূপগঞ্জ উপজেলার বুড়টিয়া গ্রামের রহিমা খাতুনকে বিয়ে করে। বিয়ের দু'বছর পর রহিমা একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেয়। তার ২১ দিন পর থেকে তার ওপর চরম নির্যাতন শুরু হয়

শাশুড়ী ও স্বামীর প্রহারে মাথায় গুরুতর আঘাত নিয়ে রহিমা তার বাবার বাড়ীতে ফিরে আসে এবং রূপগঞ্জ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দু'মাস চিকিৎসাধীন থাকে।

এর পর ক্ষোভে দুঃখে সে পরবর্তী ৬ বছর বাবার বাড়ীতেই থেকে যায়। বহু দেনদরবার করার পর গ্রাম্য সালিসি মেনে নিয়ে গত বছর আবদুল স্ত্রী ও কন্যাকে বাড়ীতে নিয়ে আসে।

কিন্তু আবার সে রহিমার ওপর